দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

যেহেতু দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মহারাজ রহূগণের সন্দেহ তখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি, তাই তিনি পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরতকে প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে মহারাজ রহূগণ জড় ভরতকে, যিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন, তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। তাঁর বাণী শ্রবণ করে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষ। তাঁর চরণে অপরাধ করার ফলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ রহূগণ অজ্ঞানরূপ সর্প কর্তৃক দংশিত হয়েছিলেন, কিন্তু জড় ভরতের বাক্যামৃতের দ্বারা তাঁর নিরাময় হয়েছিল। পরে, সেই বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার ফলে, তিনি তাঁকে একে একে বহু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমে তিনি জড় ভরতের শ্রীপাদপদ্মে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

জড় ভরতের উপদেশ, যার মর্ম উদ্ধার করা বিষয়াসক্ত মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়, তা স্পষ্টরূপে বুঝতে না পারার ফলে মহারাজ রহূগণ অসুখী হয়েছিলেন। তাই জড় ভরত আরও স্পষ্টভাবে তাঁর উপদেশের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভূপৃষ্ঠে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে মাটির বিকার। রাজা তাঁর রাজারূপ দেহের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত কিন্তু সেটিও কেবল একটি পার্থিব বিকার। অভিমানের ফলে রাজা শিবিকা বাহকের প্রতি প্রভু-ভৃত্যের মতো দুর্ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্য জীবদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ছিলেন। তার ফলে রাজা রহূগণ প্রজাদের রক্ষা করার যোগ্য ছিলেন না, এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাই তিনি উন্নত স্তরের দার্শনিকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার উপযুক্তও ছিলেন না। এই জড় জগতে সবকিছুই পার্থিব বিকারমাত্র, এবং বিকার অনুসারে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বৈচিত্র্য এক এবং অভিন্ন, এবং চরমে সমস্ত বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হয়। এই জড় জগতে কোনকিছুই নিত্য নয়। বিভিন্ন দ্রব্যের যে ভেদ তা কেবল মনের কল্পনা মাত্র। পরমতত্ত্ব মায়ার অতীত এবং তা প্রকাশিত হয় তিন রূপে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী

পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান। পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে তাঁর ভক্তেরা বাসুদেব বলেন। শুদ্ধ ভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনও ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় না।

জড় ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করে রাজাকে বলেছিলেন যে, ভগবানের কৃপায় তিনি তাঁর পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। তাঁর পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জড় ভরত অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, এবং অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার জন্য মূক এবং বধিরের অভিনয় করছিলেন। জড়া প্রকৃতির সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত বলবান। বিষয়াসক্ত মানুষদের অসৎ-সঙ্গের প্রভাব এড়ানো যায় কেবল ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্*—এই নয় প্রকার ভক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পাওয়া যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মায়ার সঙ্গ থেকে মুক্তি লাভ করে, সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ১

রহূগণ উবাচ

নমো নমঃ কারণবিগ্রহায়
স্বরূপতুচ্ছীকৃতবিগ্রহায় ।
নমো বধূতদ্বিজবন্ধুলিঙ্গ-
নিগূঢ়নিত্যানুভবায় তুভ্যম্ ॥ ১ ॥

রহূগণঃ উবাচ—মহারাজ রহূগণ বললেন; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—প্রণতি; **কারণ-বিগ্রহায়**—সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবান থেকে যাঁর শরীর প্রকাশিত হয়েছে; **স্বরূপ-তুচ্ছীকৃত-বিগ্রহায়**—যিনি তাঁর প্রকৃতরূপ প্রকাশ করে, শাস্ত্রের সমস্ত বিরোধ দূর করেছেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **অবধূত**—হে যোগেশ্বর; **দ্বিজ-বন্ধু-লিঙ্গ**—ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্য যিনি সম্পাদন করেননি; **নিগূঢ়**—প্রচ্ছন্ন; **নিত্য-অনুভবায়**—নিত্য আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিকারী; **তুভ্যম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

মহারাজ রহূগণ বললেন—হে অবধূত, আপনি ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনার স্বরূপের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রবিরোধ দূর হয়েছে। আপনি ব্রহ্মবন্ধুর বেশে আপনার

দিব্য আনন্দময় স্বরূপ গোপন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ। ঋষভদেব ছিলেন সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবানের অবতার। তাঁর পুত্র ভরত মহারাজ, যিনি এখন ব্রাহ্মণ জড় ভরতের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ থেকে তাঁর শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এখানে তাঁকে *কারণবিগ্রহায়* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

জ্বরাময়ার্তস্য যথাগদং সৎ
নিদাঘদগ্ধস্য যথা হিমাম্ভঃ ।
কুদেহমানাহিবিদষ্টদৃষ্টেঃ
ব্রহ্মন্ বচস্তেঽমৃতমৌষধং মে ॥ ২ ॥

জ্বর—জ্বরের; **আময়**—রোগের দ্বারা; **আর্তস্য**—পীড়িত ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **অগদম্**—ঔষধ; **সৎ**—ঠিক; **নিদাঘ-দগ্ধস্য**—সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **হিম-অম্ভঃ**—অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল; **কুদেহ**—জড় পদার্থজাত এবং মল-মূত্র আদি কুৎসিত পদার্থে পূর্ণ এই দেহে; **মান**—অহঙ্কারের; **অহি**—সর্পের দ্বারা; **বিদষ্ট**—দংশন করেছিল; **দৃষ্টেঃ**—দৃষ্টি সমন্বিত; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **বচঃ**—বাণী; **তে**—আপনার; **অমৃতম্**—অমৃত; **ঔষধম্**—ঔষধ; **মে**—আমার জন্য।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আমার দেহ কুৎসিত বস্তুতে পূর্ণ, এবং গর্বরূপ সর্প আমার বিবেককে দংশন করেছে। জড় ভাবনার প্রভাবে আমি রোগাক্রান্ত। আপনার অমৃতময় উপদেশ এই প্রকার ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ, এবং তা সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির কাছে সুশীতল জলের মতো।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের শরীর অস্থি, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি নোংরা বস্তুতে পূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষেরাও মনে করে যে রক্ত, অস্থি,

মল, মূত্র ইত্যাদির দ্বারা তাদের সৃষ্টি হয়েছে। তা যদি হত, তাহলে অনায়াসে লব্ধ এই সমস্ত বস্তুগুলি দিয়ে তারা অন্য বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টি করতে পারছে না কেন? সারা পৃথিবী দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং তা ভদ্র মানুষদের বসবাসের অযোগ্য এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করছে। জড় ভরত মহারাজ রহূগণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। তা সর্প দংশন থেকে রক্ষাকারী ঔষধের মতো। বৈদিক উপদেশ তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে অমৃত ও শীতল জলের মতো।

শ্লোক ৩

তস্মাদ্ভবন্তং মম সংশয়ার্থং
প্রক্ষ্যামি পশ্চাদধুনা সুবোধম্ ।
অধ্যাত্মযোগগ্রথিতং তবোক্ত-
মাখ্যাহি কৌতূহলচেতসো মে ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভবন্তম্**—আপনাকে; **মম**—আমার; **সংশয়-অর্থম্**—যে বিষয় সম্বন্ধে সংশয় রয়েছে; **প্রক্ষ্যামি**—আমি বলব; **পশ্চাৎ**—পরে; **অধুনা**—এখন; **সুবোধম্**—আমি যাতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি; **অধ্যাত্ম-যোগ**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ; **গ্রথিতম্**—রচিত; **তব**—আপনার; **উক্তম্**—বাণী; **আখ্যাহি**—দয়া করে পুনরায় বিশ্লেষণ করুন; **কৌতূহল-চেতসঃ**—এই প্রকার রহস্যপূর্ণ উক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত উৎসুক; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

যে বিষয়ে আমার সংশয় রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এখন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আপনি দিয়েছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে আপনি সরলভাবে তার পুনরাবৃত্তি করুন, যাতে আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমার মন তা সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।* দিব্য জ্ঞান লাভে অত্যন্ত উৎসুক যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার কর্তব্য

শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া। জড় ভরত যদিও মহারাজ রহূগণের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছিলেন, তবুও মনে হচ্ছে যেন তা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করার মতো স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তাই তিনি অনুরোধ করেছেন, জড় ভরত যেন আরও বিস্তারিতভাবে তা বিশ্লেষণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে—*তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া* । শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে (*প্রণিপাতেন*), তাঁর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রশ্ন করে (*পরিপ্রশ্নেন*) শ্রীগুরুদেবের সেবা করা (*সেবয়া*), যাতে তিনি তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তার কাছে দিব্য জ্ঞান আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন। কেউ যদি বৈদিক উপদেশ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে স্পর্ধা প্রদর্শন করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৪

যদাহ যোগেশ্বর দৃশ্যমানং
ক্রিয়াফলং সদ্ব্যবহারমূলম্ ।
ন হ্যঞ্জসা তত্ত্ববিমর্শনায়
ভবানমুষ্মিন্ ভ্রমতে মনো মে ॥ ৪ ॥

যৎ—যা; **আহ**—বলা হয়েছে; **যোগেশ্বর**—হে যোগেশ্বর; **দৃশ্যমানম্**—স্পষ্টভাবে দর্শন করে; **ক্রিয়া-ফলম্**—গমন ইত্যাদি ক্রিয়ার শ্রান্তিরূপ ফল; **সৎ**—অস্তিত্ব; **ব্যবহার-মূলম্**—যার মূল কারণ হচ্ছে কেবল আচার-ব্যবহার; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঞ্জসা**—প্রকৃতপক্ষে বা যথার্থরূপে; **তত্ত্ব-বিমর্শনায়**—আলোচনার দ্বারা সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; **ভবান্**—আপনি; **অমুষ্মিন্**—সেই বাণীতে; **ভ্রমতে**—মোহাচ্ছন্ন; **মনঃ**—মন; **মে**—আমার।

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর, আপনি বলেছেন যে, দেহের গমনাদির ফলে যে শ্রান্তি হয় তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রান্তি নেই। তার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারমূলক। এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা পরম তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আপনার এই বাক্যে আমার মন কিছুটা বিচলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধির স্তরের প্রশ্নোত্তর তত্ত্বজ্ঞান নয়। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেহের সুখ-দুঃখের ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

বলেছেন যে, দেহ সম্বন্ধীয় সুখ এবং দুঃখের যে অনুভূতি তা অনিত্য; তারা আসে আবার চলে যায়। তাদের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, সেগুলি সহ্য করে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির প্রচেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

শ্লোক ৫-৬

ব্রাহ্মণ উবাচ

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং
যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ ।
তস্যাপি চাঙ্ঘ্র্যোরধি গুল্ফজঙ্ঘা-
জানূরুমধ্যোরশিরোধরাংসাঃ ॥ ৫ ॥
অংসেঽধি দার্বী শিবিকা চ যস্যাং
সৌবীররাজেত্যপদেশ আস্তে ।
যস্মিন্ ভবান্ রূঢ়নিজাভিমানো
রাজাস্মি সিন্ধুষ্বিতি দুর্মদান্ধঃ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **অয়ম্**—এই; **জনঃ**—ব্যক্তি; **নাম**—নামক; **চলন্**—বিচরণ করে; **পৃথিব্যাম্**—ভূপৃষ্ঠে; **যঃ**—যা; **পার্থিবঃ**—মাটির বিকার; **পার্থিব**—হে রাজন, যিনি এমনই পার্থিব শরীর সমন্বিত; **কস্য**—কি জন্য; **হেতোঃ**—কারণে; **তস্যাপি**—তারও; **চ**—এবং; **অঙ্ঘ্র্যোঃ**—চরণদ্বয়; **অধি**—উপরিভাগে; **গুল্ফ**—গুল্ফ; **জঙ্ঘা**—জঙ্ঘা; **জানু**—হাঁটু; **উরু**—উরু; **মধ্যোর**—কোমর; **শিরঃ-ধর**—গলা; **অংসাঃ**—স্কন্ধ; **অংসে**—স্কন্ধ; **অধি**—উপরে; **দার্বী**—কাষ্ঠনির্মিত; **শিবিকা**—পালকি; **চ**—এবং; **যস্যাম্**—যাতে; **সৌবীর-রাজা**—সৌবীরের রাজা; **ইতি**—এইভাবে; **অপদেশঃ**—নামে প্রসিদ্ধ; **আস্তে**—রয়েছেন; **যস্মিন্**—যাতে; **ভবান্**—আপনি; **রূঢ়**—আরোপিত; **নিজ-অভিমানঃ**—অহঙ্কার; **রাজা অস্মি**—আমি রাজা; **সিন্ধুষু**—সিন্ধু দেশে; **ইতি**—এইভাবে; **দুর্মদ-অন্ধঃ**—মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে অন্ধ।

অনুবাদ

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—জড় বস্তুর সমন্বয়ের ফলে নানা প্রকার পার্থিব বিকার সাধিত হয় এবং রূপের উদ্ভব হয়। কোন কারণে তারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং শিবিকাবাহক ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আর যা চলাফেরা করে না,

তাই পাষাণ ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। সেই সমস্ত সচল পার্থিব বিকৃতির চরণদ্বয়ের উপরিভাগে ক্রমশ গুল্‌ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ— এই সমস্ত রয়েছে। আবার স্কন্ধের উপর দারুময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে রয়েছেন তথাকথিত সৌবীরের রাজা। সেই রাজার শরীরও আর এক প্রকার পার্থিব বিকার, সেই বিকারময় দেহেই আপনি অবস্থিত এবং ভ্রান্তভাবে নিজেকে সৌবীর দেশের রাজা বলে মনে করে মদান্ধ হয়েছেন।

তাৎপর্য

শিবিকা-বাহক এবং শিবিকারোহীর শরীরের বিশ্লেষণ করে জড় ভরত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন জীবাত্মা। জীবাত্মা ভগবান বিষ্ণুর অংশ বা সন্তান। তাই জড় জগতে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুর মধ্যে মুখ্য তত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণু। তাঁর উপস্থিতির ফলেই সবকিছু সক্রিয় হয়েছে, এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জানেন, তিনিই পূর্ণজ্ঞানী। রাজা হওয়ার ভ্রান্ত গর্বে গর্বিত মহারাজ রহূগণ প্রকৃত জ্ঞানবান ছিলেন না। তাই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত সহ শিবিকা-বাহকদের তিরস্কার করছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করতে দুঃসাহসকারী অজ্ঞানাচ্ছন্ন, প্রত্যেক বস্তুকে জড়রূপে দর্শনকারী, রাজার বিরুদ্ধে এটিই ছিল জড় ভরতের প্রথম অভিযোগ। মহারাজ রহূগণের যুক্তি ছিল যে, জীবের দেহ যখন ক্লান্ত হয়, তখন দেহস্থ জীবাত্মা ক্লান্তি অনুভব করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, দেহের শ্রান্তি জীবাত্মা ভোগ করে না। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—একটি শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল হলেও, তার দেহকে সাজানো হয়েছে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে, সেই অলঙ্কারের ভারে সে ক্লান্তিবোধ করে না, এবং তার পিতা-মাতাও সেই অলঙ্কার তার দেহ থেকে খুলে নেওয়ার কথা মনে করেন না। দেহের এই সুখ-দুঃখের সঙ্গে জীবের কোন সম্পর্ক নেই । সেগুলি কেবল মনের কল্পনা মাত্র। যে ব্যক্তি প্রকৃতই বুদ্ধিমান তিনি সবকিছুর মূল কারণের অন্বেষণ করবেন। জড়-জাগতিক ব্যাপারে জড় বস্তুর সমন্বয় হতে পারে এবং তার ফলে তার বিভিন্ন প্রকার বিকার হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। যারা জড় চেতনা সমন্বিত তারাই তাদের দেহটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দরিদ্র-নারায়ণ সৃষ্টি করে। কিন্তু, দেহটি দরিদ্র হয়েছে বলে আত্মা বা পরমাত্মা কখনও দরিদ্র হয় না। এগুলি মূর্খ মানুষদের উক্তি। আত্মা এবং পরমাত্মা সর্বদাই দেহের সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক।

শ্লোক ৭

শোচ্যানিমাংস্ত্বমধিকষ্টদীনান্
বিষ্ট্যা নিগৃহ্ণন্নিরনুগ্রহোঽসি ।
জনস্য গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো
ন শোভসে বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ ॥ ৭ ॥

শোচ্যান্—শোচনীয়; **ইমান্**—এই সমস্ত; **ত্বম্**—আপনি; **অধি-কষ্ট-দীনান্**—তাদের দারিদ্র্যবশত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি; **বিষ্ট্যা**—বলপূর্বক; **নিগৃহ্ণন্**—অধিকার করে; **নিরনুগ্রহঃ অসি**—আপনি অত্যন্ত নির্দয়; **জনস্য**—জনসাধারণের; **গোপ্তা অস্মি**—আমি রক্ষক (রাজা); **বিকত্থমানঃ**—বড়াই করছেন; **ন শোভসে**—আপনার শোভা পায় না; **বৃদ্ধ-সভাসু**—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাজে; **ধৃষ্টঃ**—উদ্ধত।

অনুবাদ

কিন্তু, বিনা বেতনে এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তিরা যে আপনার শিবিকা বহন করছে, আপনার অন্যায় আচরণের ফলে তাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কেননা আপনি তাদের বলপূর্বক আপনার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্দয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি মনে করছেন যে, আপনি আপনার প্রজাদের রক্ষক। তা অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি অত্যন্ত মূর্খ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভায় শোভা পাওয়ার যোগ্য নন।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ রাজা হওয়ার গর্বে গর্বিত ছিলেন, এবং তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষদের বিনা বেতনে শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করে, অকারণে তাদের কষ্ট দিচ্ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা মনে করছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষক। প্রকৃতপক্ষে রাজার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করা। তাই রাজাকে বলা হয় নরদেবতা। কিন্তু, রাজা যখন মনে করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ফলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নাগরিকদের ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে সেটি তাঁর পক্ষে একটি মস্ত বড় ভুল। এই ধরনের মনোভাব পণ্ডিতেরা কখনও অনুমোদন করেননি। বৈদিক প্রথা অনুসারে রাজার

কর্তব্য হচ্ছে মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতদের উপদেশ গ্রহণ করা। তাঁরা ধর্ম শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে উপদেশ দেন। রাজার কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত উপদেশগুলি পালন করা। নিজের সুবিধার জন্য রাজার প্রজাদের ব্যবহার করা বিদ্বৎসমাজ অনুমোদন করেন না। রাজার কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের রক্ষা করা। নিজের স্বার্থে প্রজাদের শোষণ করা রাজার পক্ষে অনুচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিযুগে দস্যু-তস্করেরা রাজ্যের শাসক হবে। এই সমস্ত দস্যু-তস্করেরা বলপূর্বক অথবা ছলনাপূর্বক প্রজাদের ধন-সম্পদ এবং সম্পত্তি অপহরণ করবে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *রাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ* । যেভাবে কলিযুগের প্রগতি হচ্ছে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হচ্ছে। কলিযুগের শেষে যে মানব-সভ্যতার কতটা অবনতি হবে তা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তখন আর ভগবানকে জানার এবং ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা অবগত হবার মতো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোন মানুষ আর থাকবে না। অর্থাৎ, তখন মানুষেরা ঠিক পশুর মতো হয়ে যাবে। তখন মানব-সমাজের সংশোধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি সমস্ত নাস্তিকদের সংহার করবেন, কারণ চরমে প্রকৃত রক্ষাকর্তা হচ্ছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ।

যখন তথাকথিত রাজা এবং রাজ্য-শাসকেরা তাদের কুব্যবস্থার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত* । তাতে অবশ্য বহু বছর লাগে, কিন্তু এটিই নিয়ম। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা যখন ধর্মের অনুশাসন মানে না, তখন যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি রূপে প্রকৃতি তাদের দণ্ডদান করেন। তাই রাষ্ট্রপ্রধান যদি জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তাহলে তার প্রজাশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর পরম ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। তিনি সকলের পালনকর্তা। রাজা, পিতা, অভিভাবক—এঁরা সকলেই বিষ্ণুর প্রতিনিধি। সবকিছু যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং পালন করার জন্য তাঁরা বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে প্রজা পালন করা যাতে সকলেই চরমে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থ গতিং হি বিষ্ণুম্* । দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ রাষ্ট্রপ্রধান এবং জনসাধারণ জানে না যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে জানা এবং তাঁর শরণাগত হওয়া। এই জ্ঞান না থাকার ফলে সকলেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এবং প্রতারক ও প্রতারিতের দ্বারা সারা জগৎ ছেয়ে গেছে।

শ্লোক ৮

যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবং চ নিত্যম্ ।
তন্নামতোঽন্যদ্ ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥ ৮ ॥

যদা—অতএব; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীতে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **চরাচরস্য**—স্থাবর এবং জঙ্গম বিভিন্ন দেহের; **বিদাম**—আমরা জানি; **নিষ্ঠাম্**—বিনাশ; **প্রভবম্**—আবির্ভাব; **চ**—এবং; **নিত্যম্**—প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়মিতভাবে; **তৎ**—তা; **নামতঃ**—কেবল নামের দ্বারা; **অন্যৎ**—অন্য; **ব্যবহার-মূলম্**—জড় কার্যকলাপের কারণ; **নিরূপ্যতাম্**—নিরূপিত হোক; **সৎক্রিয়য়া**—প্রকৃত কার্যের দ্বারা; **অনুমেয়ম্**—বিচার্য।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে আমরা সকলে বিভিন্ন রূপসমন্বিত জীব। আমাদের মধ্যে কেউ স্থাবর এবং কেউ জঙ্গম। আমাদের সকলেরই উৎপত্তি হয়, কিছুকালের জন্য স্থিতি হয় এবং তারপর বিনাশ হয়। তখন এই শরীর পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। আমরা কেবল মাটির রূপান্তর। বিভিন্ন শরীর এবং কার্যকলাপের ক্ষমতা কেবল মাটিরই রূপান্তর এবং নামে মাত্র ভিন্ন, কারণ সবকিছুরই মাটি থেকে উৎপত্তি হয় এবং বিনাশের পর পুনরায় মাটিতেই মিশে যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আমরা কেবল ধূলি এবং পুনরায় ধূলিতেই মিশে যাব। এই কথা সকলেই বিচার করে দেখতে পারেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে—*তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ* (২/১/১৪)। এই জড় জগৎ জড় এবং চেতনের মিশ্রণ, কিন্তু তার কারণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/২০) বলা হয়েছে—*ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ* । সমগ্র জড় জগৎ ভগবানেরই শক্তির রূপান্তর, কিন্তু মোহবশত কেউই বুঝতে পারে না যে, ভগবান এই জড় জগৎ থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিন্ন নন, কিন্তু এই জড় জগৎ তাঁর বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর মাত্র—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে* । *বেদে* আবার অন্য উক্তিও রয়েছে—*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা সবই পরমব্রহ্ম ভগবান থেকে অভিন্ন। *ভগবদ্গীতায়*

(৭/৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা* । জড়া প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, কিন্তু তা তাঁর থেকে পৃথক্। পরা প্রকৃতিও তাঁরই শক্তি, কিন্তু তা তাঁর থেকে পৃথক্ নয়। জড় শক্তি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তথাকথিত জড়া প্রকৃতিও পরা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ঠিক যেমন আগুনের সংস্পর্শে লৌহশলাকা আগুনে রূপান্তরিত হয়। আমরা যখন বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে, ভগবান হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ, তখন আমাদের জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কেবল বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়া আংশিক জ্ঞান। আমাদের অবশ্যই চরম কারণকে জানতে হবে। *ন তে বিদুঃ স্বার্থ গতিং হি বিষ্ণুম্* । যারা সমস্ত কারণের মূল কারণকে জানতে আগ্রহী নয়, তাদের জ্ঞান কখনই পূর্ণ নয়। এই দৃশ্য-জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যা পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তিজাত নয়। মাটির সুগন্ধ আহরণ করে সুগন্ধ দ্রব্য তৈরি করা হয় এবং তা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তার আদি কারণ হচ্ছে মাটি, অন্য কিছু নয়। মাটি থেকে তৈরি জলের কলসি কিছুকালের জন্য জল বহন করার কার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু চরমে সেই জলের পাত্রটি মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মৃৎপাত্র এবং তার মূল উপাদান মাটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তা কেবল শক্তির রূপান্তর মাত্র। মূলত আদি উপাদানের কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাদের বৈচিত্র্য তার আনুষঙ্গিক ফল। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভনাং বিকারো নামধ্যেয়াং মৃত্তিকেত্যেব এব সত্যম্* । কেউ যদি মাটির কথা বিচার করেন, তাহলে তিনি স্বভাবতই মৃত্তিকাজাত সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন। তাই *বেদে* বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বম্ এবং বিজ্ঞাতং ভবতি*—কেউ যদি সর্ব-কারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সবকিছু জানা হয়ে যায়, যদিও সেগুলি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হতে পারে। আমরা যদি সবকিছুর আদি কারণ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারি, তাহলে আর আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে অধ্যয়ন করতে হয় না। তাই প্রথমেই বলা হয়েছে *সত্যং পরং ধীমহি*। পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবে মনকে একাগ্র করতে হয়। বাসুদেব হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণরূপী পরমেশ্বর ভগবান। *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ* । এটিই ভেদাভেদ দর্শনের মূল কথা। দৃশ্য-জগৎ বাস্তব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তেমনই ভগবানের শক্তির প্রভাবেই সবকিছুর অস্তিত্ব, যদিও আমাদের অজ্ঞানতাবশত সবকিছুতে আমাদের ভগবৎ-দর্শন হয় না।

শ্লোক ৯

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্ত-
মসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে ।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে
যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিরুক্তম্**—ভ্রান্তভাবে বর্ণিত হয়ে; **ক্ষিতি-শব্দ**—'ক্ষিতি' শব্দটির; **বৃত্তম্**—অস্তিত্ব; **অসৎ**—মিথ্যা; **নিধানাৎ**—বিনাশের ফলে; **পরমাণবঃ**—পরমাণু; **যে**—যেই সমস্ত; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের ফলে; **মনসা**—মনে; **কল্পিতাঃ**—কল্পিত হয়েছে; **তে**—তারা; **যেষাম্**—যার; **সমূহেন**—সমষ্টির দ্বারা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **বিশেষঃ**—বিশেষ।

অনুবাদ

কেউ বলতে পারে যে, এই ভূলোকেই কেবল বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ড সাময়িকভাবে সত্য বলে প্রতীত হলেও চরমে তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু থেকে, কিন্তু সেই পরমাণুও অনিত্য। যদিও কোন কোন দার্শনিক এই ধারণা পোষণ করে, তবুও পরমাণু কখনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নয়। পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে যে এই জড় জগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্য নয়।

তাৎপর্য

যারা পরমাণুবাদের সমর্থন করে তারা মনে করে যে, পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, পরমাণুর সৃষ্টি যে কিভাবে হয়েছে তা বৈজ্ঞানিকেরা বলতে পারে না। তাই, পরমাণু যে জগৎ সৃষ্টির কারণ তা স্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত মতবাদ মূর্খদের মতবাদ। প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষদের মত অনুসারে জগৎ সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন ভগবান। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—তিনিই সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে* । শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি কারণ। *সর্বকারণকারণম্*। শ্রীকৃষ্ণ পরমাণু এবং জড়া প্রকৃতির কারণ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ (*ভগবদ্গীতা* ৭/৪)

পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান, আর মূর্খেরাই কেবল বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে অন্য কারণের অন্বেষণ করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ১০

এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্যদ্
অসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম-
নাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃশম্**—কৃশ; **স্থূলম্**—স্থূল; **অণুঃ**—ক্ষুদ্র; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **যৎ**—যা; **অসৎ**—অনিত্য; **চ**—এবং; **সৎ**—সত্তা; **জীবম্**—জীব; **অজীবম্**—জড়; **অন্যৎ**—অন্যান্য কারণ; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **স্বভাব**—প্রকৃতি; **আশয়**—আশয়; **কাল**—কাল; **কর্ম**—কর্ম; **নাম্না**—কেবল নামের দ্বারা; **অজয়া**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **অবেহি**—আপনার জানা উচিত; **কৃতম্**—কৃত; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বৈত ভাব।

অনুবাদ

যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, তাই কৃশ, স্থূল, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কার্য, কারণ, চেতন, অচেতন যে সমস্ত বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সে সবই কাল্পনিক। সেগুলি একই মাটির দ্বারা রচিত বিভিন্ন রূপ, এবং নামে মাত্রই সেগুলি ভিন্ন। দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল এবং কর্মের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়। আপনার জানা উচিত যে, সেগুলি কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা রচিত যান্ত্রিক অভিব্যক্তি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই জড় জগতের অনিত্য প্রকাশ এবং বৈচিত্র্য জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি—*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । কখনও কখনও প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াকে আমরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে দাবি করে কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করি এবং ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করি। তার বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে, *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে* —অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে জড় জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের প্রকৃতির

প্রভাবে আপনা থেকেই এই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরম পুরুষ ভগবানই হচ্ছেন পরম কারণ। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

তিনিই সর্ব কারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—*এবং সর্বং তথা প্রকৃত্বয়ৈ কল্পিতং বিষ্ণোরন্যৎ। এবং প্রকৃত্যাধারঃ স্বয়মনন্যাধারোবিষ্ণুরেব। অতঃ সর্বশব্দাশ্চ তস্মিন্নেব* । প্রকৃতপক্ষে পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কিন্তু মূর্খতাবশত মানুষেরা মনে করে যে, জড় পদার্থই হচ্ছে সবকিছুর কারণ।

রাজাগোপ্তাশ্রয়োভূমিঃ শরণং চেতি লৌকিকঃ ।
ব্যবহারো ন তৎ সত্যং তয়োর্ব্রহ্মাশ্রয়ো বিভুঃ ॥

কাল্পনিক অথবা বাহ্যিক স্তরে বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। সকলের প্রকৃত রক্ষক এবং আশ্রয় হচ্ছেন ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ, রাজা নয়।

গোপ্ত্রী চ তস্য প্রকৃতিস্তস্যা বিষ্ণুঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
তব গোপ্ত্রী তু পৃথিবী নত্বং গোপ্তা ক্ষিতেঃ স্মৃতঃ ॥
অতঃ সর্বাশ্রয়শ্চৈব গোপ্তা চ হরিরীশ্বরঃ ।
সর্বশব্দাভিধেয়শ্চ শব্দবৃত্তের্হি কারণম্ ।
সর্বান্তরঃ সর্ববহিরেক এব জনার্দনঃ ॥

প্রকৃত রক্ষয়িত্রী হচ্ছেন জড়া প্রকৃতি, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রভু। তিনি সবকিছুর ঈশ্বর। ভগবান জনার্দন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় রূপেই প্রভু। তিনি বাণী এবং শব্দের দ্বারা ব্যক্ত সবকিছুর কারণ।

শিরসোধারতা যদ্বদ্গ্রীবায়াস্তদ্বদেব তু ।
আশ্রয়ত্বং চ গোপ্তৃত্বমন্যেষামুপচারতঃ ॥

ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র সৃষ্টির আশ্রয়—*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৭)। সবকিছুই ব্রহ্মকে আশ্রয় করে রয়েছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিতে আশ্রিত, এবং সমস্ত গ্রহলোক ব্রহ্মাণ্ডের আকাশে আশ্রিত। প্রতিটি গ্রহে সমুদ্র, পর্বত, ভূখণ্ড ও রাজ্য রয়েছে, এবং প্রতিটি গ্রহ কত জীবকে আশ্রয় দান করছে। তারা সকলেই তাদের পা, কাঁধ, বক্ষ আদির দ্বারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই চরমে ভগবানের শক্তিতে আশ্রিত। তাই চরমে তাঁকে বলা হয় *সর্বকারণ-কারণম্* ।

শ্লোক ১১

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্ ।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ১১ ॥

জ্ঞানম্—পরম জ্ঞান; **বিশুদ্ধম্**—নিষ্কলুষ; **পরম-অর্থম্**—জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রদানকারী; **একম্**—ঐক্যবদ্ধ; **অনন্তরম্**—অভ্যন্তর রহিত; **তু**—ও; **অবহিঃ**—বাহ্য রহিত; **ব্রহ্ম**—পরম; **সত্যম্**—পরম সত্য; **প্রত্যক্**—আভ্যন্তরীণ; **প্রশান্তম্**—যোগীদের দ্বারা আরাধিত শান্ত এবং স্নিগ্ধ পরমেশ্বর ভগবান; **ভগবৎ-শব্দ-সংজ্ঞম্**—সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নামের দ্বারা পরিচিত; **যৎ**—যা; **বাসুদেবম্**—বসুদেব তনয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **কবয়ঃ**—বিদ্বান পণ্ডিত; **বদন্তি**—বলেন।

অনুবাদ

তাহলে পরম সত্য কি? তার উত্তর হচ্ছে যে, অদ্বয় জ্ঞানই হচ্ছে পরম সত্য। তা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত। তা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। তা অদ্বয়, সর্বব্যাপ্ত এবং কল্পনার অতীত। সেই জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা, যাঁকে যোগীরা নির্মল অন্তঃকরণে দর্শন করার চেষ্টা করেন। চরমে, সেই পরম জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি হয় পরম পুরুষ ভগবানরূপে। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা সেই পরম পুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা আদির পরম কারণ বাসুদেবরূপে বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—*যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা* । পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। *য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ* । আত্মা এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা হচ্ছে সেই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। *ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং* । যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব বলে বর্ণনা করা হয়, এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর থেকে অভিন্ন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মহাজ্ঞানী

পণ্ডিত এবং দার্শনিকেরা তা বুঝতে পারেন। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)। প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার উৎস হচ্ছেন বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ। এই বাসুদেব হচ্ছেন *সর্বকারণ-কারণম্*, অর্থাৎ সর্ব-কারণের পরম কারণ। সেকথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রকৃত তত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু সেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ না হওয়ার ফলে, মানুষেরা কখনও কখনও সেই বিষ্ণুকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্মা বলে বর্ণনা করে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই বলা হয়েছে, *সত্যং পরং ধীমহি*—আমরা পরম সত্যের ধ্যান করি। সেই পরম সত্যকে এখানে *জ্ঞানং বিশুদ্ধং সত্যম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম সত্য সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত। তা সর্বতোভাবে পারমার্থিক সিদ্ধি প্রদান করে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই পরম সত্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাত্মা এবং বাহ্য শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ। আমাদের মতো তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন পার্থক্য নেই। কখনও কখনও তথাকথিত পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবগত না হয়ে, কৃষ্ণের অন্তর এবং কৃষ্ণের বাহির ভিন্ন বলে বর্ণনা করে মানুষকে বিপথগামী করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*, তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা সেই কথার বিশ্লেষণ করে পাঠকদের উপদেশ দেয় যে, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না, অন্তরে যে কৃষ্ণ রয়েছেন তাঁর শরণাগত হতে হবে। তথাকথিত পণ্ডিত বা মায়াবাদীরা তাদের নগণ্য জ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে মহাজনের শরণাগত হতে হয়। শ্রীগুরুদেব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন; তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৪/৩৪)

মহাজনের শরণাগত না হলে, কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না।

শ্লোক ১২

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা ।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ১২ ॥

রহূগণ—হে রাজা রহূগণ; **এতৎ**—এই জ্ঞান; **তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **ন যাতি**—প্রকাশিত হয় না; **ন**—না; **চ**—ও; **ইজ্যয়া**—শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মহৎ আয়োজনের দ্বারা; **নির্বপণাৎ**—অথবা সমস্ত জাগতিক কর্তব্য সমাপন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার দ্বারা; **গৃহাৎ**—আদর্শ গৃহস্থ-জীবন থেকে; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ছন্দসা**—ব্রহ্মচর্য পালন অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **নৈব**—না; **জলাগ্নি-সূর্যৈঃ**—জল, জ্বলন্ত অগ্নি অথবা প্রচণ্ড সূর্যকিরণে অবস্থানরূপ কঠোর তপস্যার দ্বারা; **বিনা**—রহিত; **মহৎ**—মহান ভক্তের; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদ-পদ্মের ধূলি; **অভিষেকম্**—অভিষেক।

অনুবাদ

হে মহারাজ রহূগণ, মহাভাগবতের চরণরেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানপ্রস্থ-আশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলমগ্ন হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রখর সূর্যকিরণে অবস্থান করে তপস্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য পন্থা থাকলেও, মহাভাগবতের কৃপার প্রভাবেই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

দিব্য আনন্দের প্রকৃত জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তই কেবল প্রদান করতে পারেন। *বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ* । কেবল বেদের নির্দেশ পালন করার ফলেই পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করা যায় না। শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে হয়—*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও কখনও মনে করে যে, গৃহে থেকে কেবল পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা

পরম সত্যকে বোঝা যায়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে তা সম্ভব নয়। এমনকি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য পালন করার দ্বারাও পরম সত্যকে জানা যায় না। তাঁকে জানার একমাত্র পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সেবা। তার ফলে অব্যর্থভাবে পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

শ্লোক ১৩

যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ১৩ ॥

যত্র—যেই স্থানে (মহান ভক্তদের উপস্থিতিতে); **উত্তম-শ্লোক-গুণ-অনুবাদঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের লীলা এবং মহিমা আলোচনা হয়; **প্রস্তূয়তে**—প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিত হয়; **গ্রাম্য-কথা-বিঘাতঃ**—যার ফলে বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; **নিষেব্যমাণঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করার ফলে; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **মুমুক্ষোঃ**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে যারা অত্যন্ত আগ্রহী; **মতিম্**—ধ্যান; **সতীম্**—শুদ্ধ এবং সরল; **যচ্ছতি**—উদয় হয়; **বাসুদেবে**—ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সভায় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিষয়ের আলোচনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সভায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং লীলার বিষয়েই আলোচনা হয়। সর্বান্তঃকরণে তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, সাযুজ্য মুক্তির প্রয়াসী মুমুক্ষুরাও তাঁদের মোক্ষবাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বাসুদেবের সেবার প্রতি আসক্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত কখনও সাংসারিক বিষয়ে আগ্রহী হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক বিষয়ের

কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। *গ্রাম্যবার্তা না কহিবে*—কখনও অনর্থক জড়-জাগতিক বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। এইভাবে কখনও সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। ভক্তের জীবনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া ভক্তের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করা হয়েছে যাতে মানুষ দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় এবং মহিমা কীর্তনে যুক্ত থাকতে পারে। এই সংস্থার শিষ্যেরা ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে যুক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর আলোচনায় অনর্থক সময় নষ্ট করার কোন সুযোগ থাকে না। এই সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয়গুলি আপনা থেকেই চলতে থাকবে। ভক্তের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে তিনি কিভাবে ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করবেন।

শ্লোক ১৪

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্টশ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অহম্—আমি; **পুরা**—পূর্বে (আমার পূর্বজন্মে); **ভরতঃ নাম রাজা**—ভরত নামক রাজা; **বিমুক্ত**—মুক্ত; **দৃষ্ট-শ্রুত**—প্রত্যক্ষ অনুভব অথবা বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে স্বয়ং উপলব্ধি করার দ্বারা; **সঙ্গ-বন্ধঃ**—সঙ্গজনিত বন্ধন; **আরাধনম্**—পূজা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের; **ঈহমানঃ**—সর্বদা অনুষ্ঠান করে; **মৃগঃ অভবম্**—আমি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলাম; **মৃগ-সঙ্গাৎ**—হরিণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করার ফলে; **হত-অর্থঃ**—ভগবদ্ভক্তির বিধি উপেক্ষা করার ফলে।

অনুবাদ

পূর্বে এক জন্মে আমি ছিলাম মহারাজ ভরত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈদিক জ্ঞানের পরোক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি হরিণ শাবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে

পড়েছিলাম যে, আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি গভীর স্নেহের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণ-শরীর ধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত ঘটনাটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্*—মহাপুরুষের চরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত না হলে কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কেউ যদি সর্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করে, তাহলে তার অধঃপতনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মূর্খ শিষ্য যখনই গুরুদেবকে লঙ্ঘন করে তাঁর স্থান অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা করে, তৎক্ষণাৎ তার অধঃপতন হয়। *যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি* । শিষ্য যদি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাহলে অবশ্যই সেই শিষ্যের আর পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা সত্ত্বেও, ভরত মহারাজ যখন হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি গুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করেননি অথবা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেননি। তার ফলে তিনি হরিণটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর পারমার্থিক কার্যসূচি বিস্মৃত হয়ে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর
কৃষ্ণার্চনপ্রভবা নো জহাতি ।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো
বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥ ১৫ ॥

সা—সেই; **মাম্**—আমাকে; **স্মৃতিঃ**—পূর্বজন্মের কার্যকলাপের স্মৃতি; **মৃগ-দেহে**—হরিণ-শরীরে; **অপি**—যদিও; **বীর**—হে বীর; **কৃষ্ণ-অর্চন-প্রভবা**—শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবার প্রভাবে উৎপন্ন; **নো জহাতি**—চলে যায়নি; **অথো**—তাই; **অহম্**—আমি; **জন-সঙ্গাৎ**—সাধারণ মানুষের সঙ্গ থেকে; **অসঙ্গঃ**—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত; **বিশঙ্কমানঃ**—ভীত হয়ে; **অবিবৃতঃ**—অন্যের অগোচরে; **চরামি**—আমি বিচরণ করেছিলাম।

অনুবাদ

হে বীর রাজা, পূর্বে যে আমি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করেছিলাম, তার ফলে হরিণ-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পূর্ব জীবনের সব কথা স্মরণ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু আমার পূর্ব জীবনের অধঃপতনের কথা আমার মনে আছে, তাই আমি সাধারণ মানুষদের সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকি। তাদের বিষয়াসক্ত অসৎ-সঙ্গের ভয়ে ভীত হয়ে, সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০)। মনুষ্য-জীবন থেকে পশু-জীবন প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যই এক মহা অধঃপতন, কিন্তু ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কোন ভক্তের ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) উল্লেখ করা হয়েছে—*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্* । মৃত্যুর সময় প্রকৃতির নিয়মে মন বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হয়। তার ফলে পশুশরীর প্রাপ্ত হলেও ভক্তের ক্ষেত্রে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। ভরত মহারাজ যদিও হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর স্থিতি বিস্মৃত হননি। তার ফলে হরিণরূপেও তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁর অধঃপতনের কারণ স্মরণ করেছিলেন। তাই তিনি এক অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর ভগবৎ সেবা ব্যর্থ হয়নি।

শ্লোক ১৬

তস্মান্নরোঽসঙ্গসুসঙ্গজাত-
জ্ঞানাসিনৈহৈব বিবৃক্ণমোহঃ ।
হরিং তদীহাকথনশ্রুতাভ্যাং
লব্ধস্মৃতির্যাত্যতিপারমধ্বনঃ ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ—তার ফলে; **নরঃ**—প্রত্যেক ব্যক্তি; **অসঙ্গ**—বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ থেকে বিরক্ত হয়ে; **সুসঙ্গ**—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **জ্ঞান-অসিনা**—জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **এব**—এমনকি; **বিবৃক্ণ-মোহঃ**—যাঁর মোহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তদীহা**—তাঁর কার্যকলাপের; **কথন-শ্রুতাভ্যাম্**—শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা; **লব্ধ-স্মৃতিঃ**—হারানো স্মৃতি ফিরে পায়; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **অতিপারম্**—অন্তিম লক্ষ্য; **অধ্বনঃ**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার মার্গ।

অনুবাদ

উত্তম ভক্তের সঙ্গ প্রভাবের ফলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন, এবং জ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রবণ-কীর্তনের ফলে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে জীবের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত হয়, এবং এই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে, তিনি এই জীবনেই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, সর্বতোভাবে অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করতে হয়। এই সম্পর্কে কি করা কর্তব্য এবং কি করা কর্তব্য নয়, তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের ফলে সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরিত হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকেই সেই সুযোগ দিচ্ছে। কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধনে যারা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, আমরা তাদের আশ্রয় দিচ্ছি। আমরা তাদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করছি, যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে, এই জীবনেই তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'মহারাজ রহূগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ' নামক পঞ্চম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।